শিক্ষাখাতে ঐতিহাসিক সংস্কার ও যুগান্তকারী পরিবর্তন

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি
শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাবহেডিং নম্বর	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
১১৫।	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)	৩২
১১৮।	জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এসটিআরসিএ)	৩৪
১১৯।	আন্তর্জাতিক	
১২২।	এমপিও ব্যয়	৩৫
১২৪।	বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার	৩৬
১২৮।	শিক্ষাআইন	৩৬
১৩০।	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	৩৭
১৩৬।	শিক্ষায় পশ্চাদপদ অঞ্চলে বিশেষ উদ্যোগ	৩৮
১৪১।	ইংরেজি ও গণিতে অতিরিক্ত কাজ	৪০

১ জানুয়ারি ২০১৩, পাঠ্যপুস্তক উৎসবে উৎফুল্ল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

শিক্ষাখাতে ঐতিহাসিক সংস্কার
ও
যুগান্তকারী পরিবর্তন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতিমুক্ত এক উন্নত সমৃদ্ধ সুখী মর্যাদাশীল গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁর প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ একদিন শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তিনি একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে হাজারো সমস্যার মধ্যে ৩৭,১৬৫টি প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণ করে সোনার মানুষ গড়ার যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে আনলেও তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যার পর তা আর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এরপর প্রায় তিন দশক ধরে ৫/৬ টি শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হলেও কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকার একটি **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য **'ভিশন ২০২১'** ঘোষণা করেছে।

এ লক্ষ্য অর্জনে দলমত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল অংশের মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে এর মূল শক্তি ও অগ্রবাহিনী হবে আমাদের নতুন প্রজন্ম। সরকার তাদেরকে আধুনিক যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জন যে খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করি। কিন্তু গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে এ কাজ যত কঠিনই হোক আমাদেরকে করতেই হবে।

বহু পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমাকে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সৌভাগ্য বাষট্টির গৌরবময় ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তখন শিক্ষানীতির আন্দোলনের মিছিলের প্রথম দিন থেকেই সামনের সারিতে ছিলাম। এ দেশের প্রতিটি শিক্ষা আন্দোলনের সাথে আমি কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলাম। জননেত্রী শেখ হাসিনার

শিক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা আমি আগে থেকেই ওয়াকিবহাল। আমাকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছেন তিনি। বহু আন্দোলন-সংগ্রাম, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, আলোচনা সভার মাধ্যমে আমরা আগে থেকেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিহীন প্রচলিত পথেই চলছিল শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা বা শিক্ষানীতি ছিল না। মার্চ-এপ্রিলের দিকে প্রাথমিকের ৪০% ছাত্রছাত্রী নতুন পাঠ্যবই পেতো, অন্যরা পেতো পুরানো বই। তাও সবাই পেতো না। মাধ্যমিকের সকল বই কিনতে হতো বাইরের বইয়ের দোকান থেকে। তাও আবার মার্চ-এপ্রিলের আগে নয়। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পড়ানো হতো মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস। ভালোভাবে ক্লাস শুরু হতো আরো ২/৩ মাস পরে। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ছিল না। ফলাফল বের হতে তিন-সাড়ে তিন মাস চলে যেত। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ছিল অবহেলার শিকার। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কালো থাবায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল পুরো শিক্ষাব্যবস্থা। তেমনই প্রেক্ষাপটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: জিল্লুর রহমান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে একজন কৃতি শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার হাজারীবাগে বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাত আদায় করছেন। ছবিতে তাঁর পাশে মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শিক্ষা সচিব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের অধীনে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'টি স্থাপন করা হচ্ছে।

জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সকল দপ্তর-বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে আমরা পুরো শিক্ষা পরিবার এই কঠিন চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য আধুনিক বাংলাদেশ তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রধান শক্তি হিসেবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। নতুন বাংলাদেশের নির্মাতা এবং সকল স্তরের নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ যুগোপযোগী বিশ্বমানের শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তুলতে চাই। শিক্ষার সকল স্তরে আমরা তাই চালিয়ে যাচ্ছি যুগান্তকারী গুণগত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের পরপরই আমরা শিক্ষাখাতকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছি। বিগত পৌনে চার বছরে শিক্ষাখাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

নিম্নে বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষাখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো :-

১। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :

সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও দিকদর্শন ছাড়া সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় না। যে কোনো দেশে পরিকল্পিতভাবে যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি থাকা অপরিহার্য। সুদীর্ঘকাল পরে হলেও আমরা দলমত নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে একটি সদ্য স্বাধীন দেশের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে দূরদর্শী একটি বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গণমুখী আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উমেন (AUW)-এর এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অনুষ্ঠানের কো-চেয়ার AUW-এর প্যাট্রন যুক্তরাজ্যের সাবেক ফার্স্ট লেডি বিশ্ব মানবাধিকার আইনজীবী চেরি ব্লেয়ারের (Ms. Cherie Blair) হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দিচ্ছেন। চট্টগ্রামের এ অনুষ্ঠানে কী-নোট উপস্থাপন করেন মালয়েশিয়ার ফার্স্ট লেডি ওয়াই এ দাতিন পাদুকা সেরি রসমাহ মনসর (Ms. Y A Bhg Datin Paduka Seri Rosmah Mansor) এবং জাপানের সাবেক ফার্স্ট লেডি একল্ আবে (Ms. Akle Abe)। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমনি ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ- হুইপ আব্দুল ওহাব এমপি, অধ্যক্ষ শাহ আলম এমপি, বীরেন্দ্র সিকদার এমপি, মমতাজ বেগম এমপি, শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর মো. নোমান উর রশীদকে দেখা যাচ্ছে।

করেন। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে উল্টা পথে ঠেলে দেয়। বাতিল করে সে শিক্ষানীতি। এরপর আরো ৬টি শিক্ষানীতি/রিপোর্ট প্রণীত হলেও দুঃখজনকভাবে সত্য বিগত চার দশকে তার কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি।

জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। তার আলোকে প্রণীত হয় 'শিক্ষানীতি-২০০০'। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের ধারায় পরবর্তী সরকার তাও বাতিল করে দেয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন লাভ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর জাতির সামনে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দায়িত্ব গ্রহণের স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেই। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি করা হয় এবং এ কমিটি চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। আমরা সর্বজনগ্রাহ্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য এ খসড়াটির ওপর ব্যাপক জনমত গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করি। এছাড়াও বিভিন্ন স্তরে সভা-সমাবেশ, সেমিনার-ওয়ার্কশপ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরো সংশোধন-সংযোজন করে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। সমগ্র জাতির সকল ধরনের চিন্তা ও সমাজের সকল অংশের মানুষের মতামত গ্রহণ করে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

আনন্দের বিষয় এই যে এদেশে এই প্রথম কোনো শিক্ষানীতি ঘোষণার পর তার বিরুদ্ধে কোনো মিছিল, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয়নি। এমনকি প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, দু'জন তাত্ত্বিক শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণ অনুমোদিত শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন শিক্ষানীতি মোটামুটি যুগোপযোগী ও আধুনিক। তবে এর বাস্তবায়ন কঠিন হবে। আমাদের জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঐক্যমত্যের উদাহরণ সত্যিই বিরল। প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ৯ম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনে আলোচিত হয়ে ০৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদগণের 'বাস্তবায়ন কঠিন হবে' মন্তব্য– আমরা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করি। তবে আমাদের জাতির জন্য এই কঠিন কাজ করা ছাড়া কোনো সহজ বিকল্প নেই। শিক্ষানীতির প্রতি এই সমর্থনের জন্য আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি শিক্ষা বিষয়ে ভবিষ্যতেও আমরা একমত থাকবো এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী সংস্কার, পরিবর্তন ও উন্নয়ন চলছে ভবিষ্যতে তা অব্যাহত রাখতে এবং এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আবারও জনগণ রায় প্রদান করবেন। শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলাই শিক্ষানীতির মূল্য লক্ষ্য। এ শিক্ষানীতির মূলে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের রায় ও প্রত্যাশা এবং আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিফলন এবং আমাদের সংবিধানের মূল দিক নির্দেশনা। সবরকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে। ৭১ পৃষ্ঠার এ শিক্ষানীতিতে মোট ২৮টি অধ্যায় ও দু'টি সংযোজনী রয়েছে। শুরুতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ৩০টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, মাদ্রাসা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, আইন, নারী, ক্রীড়া শিক্ষাসহ সকল বিষয় যুক্ত আছে।

আমি বারবার বলেছি, 'শিক্ষা একটি ডাইনামিক বিষয়। প্রতিনিয়ত দেশ-জাতি, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্ব পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষানীতি কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়। তাই প্রয়োজনে প্রণীত শিক্ষানীতিতেও পরিবর্তন আনা যাবে। ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধন করা হবে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে সাব কমিটিগুলো অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার এর মধ্যেই পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা, প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিকের সকল স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ, যুগোপযোগী কারিকুলাম উন্নয়ন ও সময়োপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পাঠদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন ও আধুনিক করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার, অবকাঠামো উন্নয়নসহ নানা উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সবই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অংশ।

২। **বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ :** বাংলাদেশের ইতিহাসে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে দুঃসাহসিক, যুগান্তকারী ও আশা জাগানিয়া বিশাল সফল কর্মযজ্ঞ হলো বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি স্তরের সকল ছাত্রছাত্রীর নতুন বই প্রাপ্তি আজ বাস্তবতা। পরপর চার বছর শিক্ষা শুরুর প্রথম ক্লাসেই সারা দেশে সকল ছাত্রছাত্রীর হাতে বই পৌঁছে দেয়া বর্তমান সরকারের সফলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। শিক্ষার

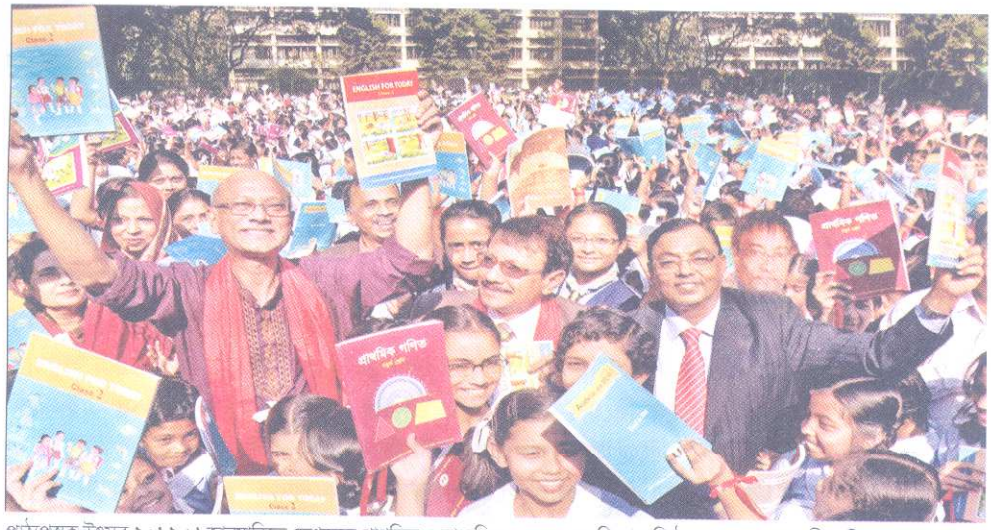

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১২। ১ জানুয়ারিতে দেশজুড়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রী খালি হাতে এসে নতুন বই হাতে আনন্দের সাথে বাড়ি ফেরে। এদিনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানী ঢাকার দু'টি স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন। ছবিতে বই বিতরণ শেষে আনন্দোচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে দেখা যাচ্ছে।

মানোন্নয়ন ও ঝরে পড়া রোধে এটি একটি বড় অধ্যায়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এ বিশাল মহতী কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রথম ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি ১৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছিল। শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া হ্রাসের ফলে পরের দু'বছরই তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ কোটিতে পৌঁছায়। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রায় ২৭ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের কোনো দেশে এতো বই ছাপানোর কোনো রেকর্ড নেই। বছরের প্রথম কর্মদিবসে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিতে পারা জাতির কাছে এক নতুন ইতিহাস। বর্তমান সরকারের আগে কখনোই ১ জানুয়ারিতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বরং আগে বই কিনতে মার্চ/এপ্রিল মাস গড়িয়ে যেতো। তখন শুধুমাত্র প্রাথমিকের ৪০% বই নতুন ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো– বাকিরা পেতো পুরানো বই। সেক্ষেত্রে দরিদ্র-অবহেলিত ছাত্রছাত্রীরাই নতুন-পুরাতনের বৈষম্যের শিকার হতো। সরকার মূল্য নির্ধারণ করে মাধ্যমিকের বই ছাপাতো এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে বইয়ের দোকান থেকে তা কিনতে হতো। গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য হত-দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা বছরের শুরুতে বই কিনতে না পেরে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়তো, ঝরে যেতো অনেকে। বর্তমান সরকার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস পালন করে আমাদের শিক্ষার্থীরা আনন্দিত ও উৎসাহিত। ২০০৯ সালের শেষ দিকে ২০১০ বিতরণের বই ছাপানো যখন শেষ পর্যায়ে সে সময় একটি বিশেষ কুচক্রীমহল সরকারের বইয়ের গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয়, এ কথা সবারই জানা। চার দিন চার রাত ধরে আগুন জ্বললো। শুরু থেকেই এরকম শত বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র তো আমাদের পেছনে লেগেই আছে। আমরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করে প্রতিবছরই সফল হচ্ছি।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন বর্তমান সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন পাঠ্যপুস্তক বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। বইয়ের বাজারে ছিল চরম নৈরাজ্য। যার ফলে দ্বিগুণ টাকা দিয়েও শিক্ষার্থীরা বাজারে বই পায়নি। মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম দিনেই আমার কাজ শুরু হয়েছিল বাংলাবাজার বইয়ের দোকানে ও প্রেসে ঘুরে ঘুরে। এর পরের পরিস্থিতি সকলেরই জানা।

খুবই আশার কথা বিনামূল্যে বই দেয়া এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে প্রত্যাশিতভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০১০ সালের ২,৭৬,৬২,৫২৯ জন থেকে বেড়ে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ৩,৬৮,৮৬,১৭২ জনে উন্নীত হয়েছে। অর্থ্যাৎ প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সকলের হাতে ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবের দিন নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রায় ২৭ কোটি নতুন বই তুলে দিয়েছি। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজটি সম্পূর্ণ করতে আর কেউ বাধা সৃষ্টি করবেন না। আমরা সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। ঝরে পড়া রোধ হয়ে সকল শিশু-কিশোরই স্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যাক– সেটিই আমাদের লক্ষ্য।

৩। **ই-বুক :** 'ভিশন-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে এনসিটিবি ডায়নামিক ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd) তৈরি করে সেখানে ২০১০ শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন অধিদপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রধানগণ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সাথে এক সভা।

সকল পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ই-বুকে কনভার্ট করে www.ebook.gov.bd আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা গবেষক, বিভিন্ন সংস্থা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে ই-লার্নিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া রয়েছে, সেখানে ই-বুক ব্যবহার করে পাঠদান করতে পারছে।

৪। **কারিকুলাম সংস্কার :** আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে সকল পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হচ্ছে তা লেখা হয়েছে ১৭ বছর পূর্বে ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলাম অনুসারে। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে প্রযুক্তির জগতে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। এর প্রতিফলন আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই। আমরা কারিকুলাম যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের প্রায় ১৪০১ জন শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক প্রায় দু'বছর ধরে কাজ করে নতুন যুগোপযোগী কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করে তার ভিত্তিতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেছি। নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি ২০১৩ সালে আমরা এই নতুন বই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করেছি। কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য, নম্বর বিন্যাস, বিষয় সংযোজন-বিয়োজনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়েছে। পূর্বে যে কোনো বইয়ের কি কি শেখা যাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্ম ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, ক্যারিয়ার এডুকেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আগের ধর্ম বইয়ের পরিবর্তে এখন ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই করা হয়েছে। বইয়ে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। কর্ম ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় দু'টি ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করা হচ্ছে। সমাজ বিষয়ে বইয়ের আধুনিক সংস্করণ 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' নামে বই করা হয়েছে। ৮ম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ১টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। বানানরীতিও একই পদ্ধতি অর্থাৎ বাংলা একাডেমীর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য সকলেই দাবি করে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারাই আবার নতুন কোনো বিষয় যোগ করার পরামর্শ ও দাবি করছেন। এরকম ৩২টি নতুন বিষয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা পুরানো বিষয়গুলো থেকে ৫৪৮ পৃষ্ঠা প্রাথমিক স্তরে কমিয়েছি। আবার বর্তমানে প্রয়োজনীয় কিছু নতুন নতুন বিষয়ও যুক্ত করতে হয়েছে।

৫। **সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন :** বদলে গেছে সনাতন ধারার পাঠ ব্যবস্থাপনা। মুখস্থ করে বা নকল করে পাস করার দিন শেষ। এখন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে। আর পারলেই নম্বর। একটুও কম নম্বর দেয়ার সুযোগ নেই। ২০১০ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম ২টি বিষয়– বাংলা ও ধর্মে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১১ সালে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ৫টি বিষয়। ২০১২ সালে গণিত ও উচ্চতর গণিত বাদে ২১টি বিষয়ে এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। দাখিলে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি শুরু হয়। ২০১২ সালে নতুন ৩টি বিষয় যুক্ত হয়েছে এবং ২০১৩ সালে আরো ৩টি যুক্ত করা হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষায় ২০১২ সালে প্রথম বাংলা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৩ সালে যুক্ত হলো নতুন ৮টি বিষয় এবং ২০১৪ সাল থেকে উচ্চতর গণিতসহ ১৩টি বিষয় সৃজনশীল প্রশ্নের আওতায় আসবে। এসএসসি পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উচ্চতর গণিত বিষয় যুক্ত হবে।

সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও পরীক্ষার ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যে কোন বিষয় যৌক্তিকভাবে বোঝা ও উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে দেশজুড়ে গড়ে উঠছে একটি শিক্ষিত যুক্তিনির্ভর প্রকৃত আধুনিক এক প্রজন্ম।

৬। **শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে ক্লাস শুরু :** পূর্বে কখনো মার্চ-এপ্রিলের আগে নিয়মিত ক্লাস শুরু হতো না। এখন প্রতিবছর মাধ্যমিক স্তরে ১ জানুয়ারি এবং কলেজে ১ জুলাই ক্লাস চালু করা সম্ভব হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের জানার, বোঝার ও শেখার সুযোগ বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ও এগিয়ে আনা হচ্ছে। পাঠদান ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

পরীক্ষা সংস্কার :

৭। **প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষা :** সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণী শেষে স্কুলে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে। এ পরীক্ষার কারণে এখন শিক্ষক-অভিভাবকরা ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মানোন্নয়নের চেষ্টা করেন। অনেকে অভিযোগ করেন– আমরা পরীক্ষা বাড়িয়েছি। তারা জানেন না যে আমরা পরীক্ষা কমিয়েছি। আগে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে দু'টি পরীক্ষা নেয়া হতো। একটি বৃত্তি পরীক্ষা ও আরেকটি বার্ষিক পরীক্ষা। এতে শুধু বাছাই করে বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পড়ানো হতো। অন্যদের ছুটি। এখন একই পরীক্ষায় মেধাবীরা বৃত্তি পাচ্ছে এবং অন্যরা পরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। সবার প্রতি সমান যত্ন নেয়া হচ্ছে এবং সকলের জন্য ক্লাস হচ্ছে। সারাদেশে মানের ও সমতা অর্জনের অগ্রগতি হচ্ছে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতিও কমছে। শিক্ষার্থীদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, তারাও নিজেদেরকে গর্বিত নাগরিক মনে করতে পারছে।

৮। **পরীক্ষার ফল প্রকাশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার :** প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এগিয়ে এনে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রতিবছর ১ নভেম্বর জেএসসি/জেডিসি শুরু হয়, এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু করা হয় ১ এপ্রিল। এসব পরীক্ষার ফল পরীক্ষা শেষ হবার ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশ নিশ্চিত হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ, ক্লাস শুরু প্রভৃতি একটি শৃঙ্খলা ও নিয়মের মধ্যে আনা হয়েছে। বিগত ৪টি এসএসসি ও ৪টি এইচএসসি পরীক্ষায় এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। এইচএসসি পরীক্ষার ফল তার ২/৩ দিন আগেই প্রকাশ করতে পেরেছি। ২০১০ সালের প্রথম জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছি ৩৭ দিনে, পরের বছর ৩৮ দিনে। ২০০৯ সালে মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ করেছি। পরে যুক্ত করেছি ওয়েবসাইট ও ই-মেইল। ২০১০ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'টি করে জেলায় টেলিকনফারেন্স করে ফলাফল প্রকাশ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন। ২০১২ সালে এসএসসি ও এইচএসসির ফল প্রকাশ হয়েছে পেপারলেস অনলাইনে।

৯। **পাসের হার বৃদ্ধি :** পাসের হার সারা দেশে শহর-গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ২০১২ সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে ২০১২ সালের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় শীর্ষ ২০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ছবিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, সচিব ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে দেখা যাচ্ছে।

১০টি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৬.৩৭%। এবার জিপিএ৫ পেয়েছে ৮২,২১২ জন; গত বছর ছিল ৭৬,৭৪৯ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৩৭৭টি। গত বছর ছিল ২০১৭টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছরের ২৮ থেকে এবার ১৪টিতে নেমে এসেছে। ২৬,৬৮৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবারের পরীক্ষায় ৫০%-১০০% পাস করেছে ২২,৬৫৮টি প্রতিষ্ঠান। স্বাভাবিকভাবে গ্রামের স্কুলের সংখ্যাই অনেক বেশি।

বর্তমান সরকারের চার বছরে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল :

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাস করা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাসের হার (%)	জিপিএ৫ -এর সংখ্যা	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (টি)	০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১০০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
২০১২	১০,৪৮১৪৪	৯,০৪,৭৫৬	৮৬.৩২	৬৫,২৫২	১৫,৭৩৪	০১	১৪৬৩
২০১১	৯,৮৬,৬৫০	৮,১০,৬৬৬	৮২.১৬	৬২,৭৮৮	১৫,৪৪৯	০১	৭৫০
২০১০	৯,১২,৫৭৭	৭,১৩,৫৬০	৭৮.১৯	৬২,১৩৪	১৫,১৮৩	১০	৫৬১
২০০৯	৭,৯৭,৮৯১	৫,৩৭,৮৭৮	৬৭.৪১	৪৫,৯৩৪	১৫,২১৩	২২	৩৪৩

বর্তমান সরকারের চার বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফল :

২০১২	২,৭৩,০৮৩	২,৪১,৬৭১	৮৮.৫০	১৩,৪৯৭	৯,১৭৪	৫	১৭৮৩
২০১১	২,৩৭,৫২৬	১,৯৭,৮৭৪	৮৩.৩১	১২,৮০৩	৯,১৫৬	১৭	১১৩০
২০১০	২,১০,৪২২	১,৮২,৬০০	৮৬.৭৮	২০,৮১২	৯,১৫৫	২৪	২৩২২
২০০৯	১,৮৫,৭২০	১,৫৯,৫১৯	৮৫.৮৯	১৬,৩৩৫	৯,০৪৭	১৮	২৩২০

বর্তমান সরকারের চার বছরে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল :

২০১২	৯১,১৭০	৭৩,৫৬৬	৮০.৬৯	৩৫২৪	১৭২১	৪	১১৩
২০১১	৮২,৯৮১	৬৭,৫২১	৮১.৩৭	১২০৯	১৬০৭	৫	১১৭
২০১০	৭৭,৯৭৬	৬৪,৫০১	৮২.৭২	৭৯	১৬০৭	৮	৫৮
২০০৯	৭৫,০৫৮	৫৩,২১৬	৭০.৯০	৬৫	১৫৭০	২৩	৫৬

১০। ২০১২ সালে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ১০টি বোর্ডের গড় পাসের হার ৭৮.৬৭%। এবার জিপিএ৫ পেয়েছে ৬১,১৬২ জন; গত বছর ছিল ৩৯,৭৬৯ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩৬টি। গত বছর ছিল ৮৯২টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪টি। এবার ৭,৪৬৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৫০%-১০০% পাস করেছে ৬,০৩৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে।

বর্তমান সরকারের চার বছরে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল :

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাস করা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাসের হার (%)	জিপিএ৫ -এর সংখ্যা	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (টি)	০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১০০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
২০১২	৭,৫২,৬৫৮	৫,৬৭,৯৪০	৭৬.৫০	৫১,৮৭৮	৩৪১২	১৯	১১২
২০১১	৬,২২,২৭৭	৪,৫০,২৫৪	৭২.৩৬	৩৪,৩৮৫	৩৩০৪	১৯	৮২
২০১০	৫,৮০,৬২৩	৪,১৬,৯৮৭	৭১.৮২	২৫,৫১২	৩২২২	১৮	৬১
২০০৯	৪,৮৯,১০২	৩,৪৪,৪৮৫	৭০.৪৩	১৮,২২২	৩১৮৫	২১	৫২

বর্তমান সরকারের চার বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলীম পরীক্ষার ফল :

২০১২	৮৪,২৪৬	৭৭,৩২৬	৯১.৭৯	৭০৮৭	২৬৪০	২	৭৫৯
২০১১	৭৬,০১৫	৬৮,২৪০	৮৯.৭৭	৪২৯১	২৬৩৩	১	৬৭৮
২০১০	৭৩,৭৯০	৬৩,৮৭৪	৮৬.৫৬	২৯৬৪	২৬২৩	১	৫৩৭
২০০৯	৫৮,৯৭৮	৪৯,৯০৭	৮৪.৬২	১৮৯৭	২৬১৯	১১	৫৭৫

বর্তমান সরকারের চার বছরে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি বিএম, ভোকেশনাল ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফল :

২০১২	৮৬,৭০৫	৭৩,১০৬	৮৪.৩২	২২১১	১৩৮৪	৩	১৫৭
২০১১	৬২,৬৫৬	৫২,৬৬২	৮৪.০৫	৭৩৪	১৩০৪	২	১২৮
২০১০	৬৩,৬৭৪	৫২,৫১৮	৮২.৪৮	২৬৩	১৩০২	২	১০৬
২০০৯	৬৪,১২৬	৫০,৪০৩	৭৮.৬০	২৮	১২৫০	৩	১১৮

১১। ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা যায় ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে ১৫,৪৪৯টি স্কুল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫০-১০০% পাস করেছে ১৪,৮৮৪টি স্কুল থেকে। মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ ১০টি বোর্ডে অংশ নিয়েছিল ২৬,২২৫টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ৫০-১০০% পাস করেছে ২৫,০২৮টি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা। এই তথ্যই প্রমাণ করে শুধু বড় বড় শহরে নয় গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান বেড়েছে। তবে আরো ভালো করতে হবে।

১২। শিক্ষা বোর্ডসমূহে ২০১০ সাল থেকে জেএসসিতে প্রথমবারের মতো 'ইউনিক রেজিস্ট্রেশন' নম্বর প্রদান চালু করা হয়েছে। আগে এসএসসি ও এইচএসসিতে ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্ট্রেশন করতে হতো। রেজিস্ট্রেশন নম্বরও ভিন্ন হতো। এখন থেকে জেএসসির করা রেজিস্ট্রেশন নম্বরই পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৩। **সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের মানদণ্ড পুনঃনির্ধারণ :** ২০১০ সালের আগে পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে শিক্ষা বোর্ডগুলোর সেরা বিশ এবং জেলাওয়ারী সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হতো। এটিকে আরো সর্বজনীনতা প্রদান ও মূল্যায়নের পন্থা অধিকতর সঠিক করার লক্ষ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে আগের ২টি স্থলে ৫টি মানদণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেগুলো হলো– পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর হার, পাসের হার, জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার ও প্রতিষ্ঠানের গড় জিপিএ। বোর্ডগুলোতে সেরা ২০ এবং একই মানদণ্ডের বিচারে প্রতিটি জেলায় সেরা দশ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে। ঝরে পড়ার হার কমছে। তাছাড়া এখন শুধু রাজধানী ঢাকার নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলোই সেরা নির্বাচিত হচ্ছে না, ঢাকার বাইরের অনেক প্রতিষ্ঠান সেরা তালিকায় স্থান পাচ্ছে। আগামীতে নির্বাচনের চলমান মানদণ্ড আরো নিখুঁত করা হবে। এ পদ্ধতি সকল শিক্ষার্থীর পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

১৪। **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কার্যকরী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার ব্রত নিয়ে গত ০৫/১০/২০১০ তারিখ জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন ২০১০' পাস হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষাসহ বিশ্বব্যাপী হারিয়ে যেতে বসেছে এমন সব ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর রমনা থানাধীন সেগুনবাগিচাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১২ তলা ভিতের ওপর বেসমেন্টসহ ৩ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ কাজ ১৬৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০১০-এ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা যাদুঘরে এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত অক্ষর সমৃদ্ধ দেশসমূহ হলো– আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভূটান, ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, চীন, কুক আইল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কাজাকিস্তান, কিরিবাতি, কিরগিস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মার্শাল আইল্যান্ড, মাইক্রোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, নাউরু, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পালাউ, পাপুয়া নিউগিনি, ইরান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, সামোয়া, সিঙ্গাপুর, সলোমন আইল্যান্ড, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর, টোঙ্গা, তুকমেনিস্তান, টুভালু, ভানুয়াতু, ভিয়েতনাম। "অটটচট

ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিজ্ ইরিনা বোকোভা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে আসলে তাঁকে নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হচ্ছে। পরে তিনি ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরসহ বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। তিনি সেখানে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

জাতিসংঘের শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো)-এর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা (Ms. Irina Bokova) গত ১১ মে ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মাতৃভাষা চর্চা, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর উন্নয়নে ইউনেস্কো সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। তিনি বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

গত ১৫ জুলাই ২০১২ তারিখে পরিদর্শনকালে ইসলামিক, এডুকেশনাল, সাইন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (আইসেসকো)-এর মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওথম্যান আল্টাইজরি (Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ওআইসি দেশসমূহের ভাষা গ্যালারি স্থাপন এবং ইনস্টিটিউটের ডিজিটালাইজেশনে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি সারা বিশ্বের মাতৃভাষা চর্চা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

১৫। **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** বিষয় একনেকের অনুমোদন লাভ করেছে এবং ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে দেশের নির্বাচিত ৩০৬টি মডেল স্কুল স্থাপন (যেসব উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল নেই এমন সব উপজেলায়) এবং ২৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

১৬। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এ উন্নয়ন কাজ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে মোট ৭১টি কলেজে একটি করে একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, শিক্ষার্থীর আবাসিক হল, ল্যাব নির্মাণ করা হচ্ছে এবং প্রতিটি কলেজে অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পটি কাজ শুরু করেছে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৬৫৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ ছাড়াও এর অধীনে ৫৬০০ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি শেষ হবে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৯৭২ সালে ডাকসু ও বুয়েট ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তৎকালীন ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ (বঙ্গবন্ধুর পাশে বসা চেক শার্ট পরা) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গণভবনে দেখা করেন। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রসমাজের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

১৭। ১০০০ আসন বিশিষ্ট সরকারি ইডেন কলেজ ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে এবং একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে ৩০০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি মিলনায়তন নির্মাণ করা হবে।

১৮। ৩৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার, ৩০০০টি পুনর্নির্মাণ, ১৪,৮৩৬টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম, ১০,৮০৮টি টয়লেট, ৭২২২টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ, ৪৫টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩১,৬৮৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ২৭০৯টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ১,২৭,৯৫৫টি টয়লেট নির্মাণ, ৪০ হাজার নলকূপ স্থাপন, ছাত্রীদের জন্য আলাদা ১৫,২৪৬টি টয়লেটসহ বিশাল কর্মযজ্ঞ সাধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৯। **পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন :** বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি রোধে প্রথিতযশা ইতিহাসবিদদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ/সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এতে করে বর্তমান প্রজন্ম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় বীরদের সঠিকভাবে জানতে পারছে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, জনগণের সংগ্রাম সবকিছু আড়াল করা হয়েছিল। এতোদিন ধরে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ইতিহাস চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ করে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

২০। **জাতীয় দিবস পালন :** দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য জাতীয় দিবসসমূহ পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় দিবসগুলোতে সরকারি ছুটির দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ রেখে যথাযোগ্য কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করার নির্দেশনা জারি করেছি। এখন প্রতিবছর স্কুল-কলেজে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৫ আগস্ট, ১৬ ডিসেম্বর প্রভৃতি দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বীরত্বগাঁথা আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত ও সাহসী করে তুলবে।

২১। **এনসিটিবি'র অন্যান্য কাজ :** জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পাঠ্যবই প্রদান, কারিকুলাম যুগোপযোগী করার কঠিন কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক ইন্টারএকটিভ মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রী উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক মডেল শ্রেণী কার্যক্রমের অডিও-ভিডিও তৈরি, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন সহায়ক উপকরণ টেক্সট টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার ইত্যাদি তৈরি করা, শিক্ষক নির্দেশিকায় ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিখন শিখানো কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশিকা প্রদান ইত্যাদি কাজ করছে।

২২। **রাজধানীতে নতুন সরকারি স্কুল-কলেজ স্থাপন :** ২০১০ সালের পূর্বে রাজধানী ঢাকা মহানগরীর ৪১টি থানায় ১১টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও ২৪টি সরকারি কলেজ ছিল। স্বাধীনতার পর ঢাকা শহরের সম্প্রসারণ ঘটেছে, জনসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়েনি একটিও। এই প্রথমবারের মতো ঢাকা শহরে সরকারি উদ্যোগে নতুন ১১টি স্কুল ও ৬টি কলেজ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে সরকার সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৪ সাল মেয়াদে 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প' গ্রহণ করেছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০টি শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট ৬ তলা ভিত্তির ৪ তলা একাডেমিক ভবন, অফিস কক্ষ, কমনরুম, শিক্ষক মিলনায়তন, ৪টি ল্যাবরেটরি, ১টি গ্রন্থাগার, ১টি আইসিটি ল্যাব থাকবে। নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বই, অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আধুনিকমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক ইন্টারক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারেকটিভ বোর্ড, ল্যাপটপ, খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। এগুলোর নির্মাণ কাজ চলছে। তাছাড়া ৩টি বিভাগে আরো ৭টি নতুন সরকারি হাইস্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে খুলনা বিভাগে ৩টি, বরিশাল বিভাগে ২টি ও সিলেট বিভাগে ২টি।

২৩। **এমপিওভুক্তিকরণ :** বিগত জামাত-বিএনপি জোট সরকার দেশের নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি ২০০৪ সাল থেকে বন্ধ রেখেছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে সারা দেশে ১৬২৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/কারিগরি) এমপিওভুক্ত করেছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারীর কর্মসংস্থানসহ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২৪। **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা :** জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর আগে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের সুকুমারবৃত্তির অনুশীলন, অন্য শিশুর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। ৫+ বছর বয়সী শিশুরা ভর্তি হবে। এ পর্যায়ে বইয়ের সাথে ছবি, রং, নানা আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ২০১০ সালে ২২,৮৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭৫০৬টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৮৬৯টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ মোট ৩১,২০৮টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তাদেরকে বিনামূল্যে বই দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ

শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। ইতোমধ্যে ৯,২০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন করে শিক্ষককে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ জন্য ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২৫। **ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমতা (Gender Parity) আইন :** আন্তর্জাতিকভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য থাকলেও আমরা তার অনেক পূর্বেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যা সমতা (Gender Parity) অর্জন করেছি এবং এখন তা স্থিতিশীল। উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের মডেল দেশে পরিণত হয়েছে।

২৬। উচ্চশিক্ষায়ও ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীর সংখ্যা- ৫৫,০৯৫ জন। মোট শিক্ষার্থীর ২৯%। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা- ৭০,৯৭৫ জন। মোট শিক্ষার্থীর ২৫%।

২৭। ২০১১ সালের মধ্যেই নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে প্রাথমিক স্তরে ৯৯.৪৭% এর অধিক শিশু স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এটি ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য থাকলেও আমরা তা অর্জন করেছি। আমাদের এ অর্জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করছে। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ৪৮% থেকে কমে ২১% এ নেমে এসেছে।

২৮। শুধু TQI প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৪৫,৬৪০ জন শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের অনেককে দ্বিতীয় দফা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০৩ জন শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও শ্রেণী শিক্ষককে বিদেশ থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে এবং তাঁরা আবার অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এ প্রকল্প মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য ৩ মাস মেয়াদী সেকেন্ডারি টিচিং সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। সরকারি, বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিএড কোর্স প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের জন্য ৩৫ দিন মেয়াদী প্রি-সার্ভিস কোর্স চালু করেছে। সরকারি ১৪টি টিটি কলেজে মোবাইল আইসিটি ভ্যান চালু করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২৩টি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ৩ বার বেস্ট পারফরমিং প্রজেক্ট হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

২৯। SESDP প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,১৭,৭২৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। স্কুল-মাদ্রাসার মাস্টার ট্রেইনার, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, ফিল্ড অফিসার, এসএমসির সভাপতিদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল জোনাল অফিস, যশোর, গাজীপুর ও কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আন্ডার সার্ভড ইউনিয়নে নতুন ৬৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২৫০টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম নির্মাণ, ২০টি ই-লার্নিং পাইলট স্কুল, ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা, ২৫০টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ৯,৩৪,৮৯৯ জন ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ২,৩৩,৪৬২ জন ছাত্র এবং ৭,০১,৪৩৭ জন ছাত্রী।

৩০। **উপবৃত্তি :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ করা, মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করা, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার

উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৫টি প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এরমধ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) এবং মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্প (এসইএসডিপি) মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (৪র্থ পর্ব) প্রকল্প এবং স্নাতক ও সমমানের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রয়েছে। এসব প্রকল্প থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ২৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৩১। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ হাজারের অধিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরো সাড়ে ২২ হাজার জনের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিটি স্কুলে ১ জন করে মোট ৩৭ হাজার জন দপ্তরী নিয়োগের কাজ চলছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুলে প্রায় ২ হাজার এবং স্কুল ও মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৩৫,০০০ জন কমিটি সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩২। **বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যালয় সরকারিকরণ :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথামিক বিদ্যালয়ের (রেজিষ্টার্ড-এমপিওভুক্ত, স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত কমিউনিটি, সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত) এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষককের চাকরি সরকারি করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে।

তিন স্তরে জাতীয়করণের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর মধ্যে চলতি মাসের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ হাজার ৯৮১টি রেজিষ্টার্ড (এমপিওভুক্ত) বিদ্যালয়ের ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষক এ সুবিধা পাবেন। আগামী ১ জুলাই থেকে স্থায়ী অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত দুই হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়ের নয় হাজার ২৫ জন শিক্ষক সুবিধা পাবেন। আর তৃতীয় স্তরে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত ও পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষাধীন ৯৬০টি বিদ্যালয়ে তিন হাজার ৭৯৬ শিক্ষক এ সুবিধা পাবেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন। ফলে তখন ১,৫৫,০২৩ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়েছিল। দীর্ঘ ৪০ বছর পর তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার বড় দাগে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করছেন। এটি যুগান্তকারী ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৭ হাজারের অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেছিলেন। তারপর এই প্রথম আর কোনো সরকার প্রধান এতোবড় ঘোষণা দিলেন।

৩৩। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অনিয়ম কমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে।

৩৪। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১,৫২২ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবত নানা জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সরকার ২০০৯ সালের আগস্টে নতুন যোগ্যতা নিরূপণ মাপকাঠি ঘোষণা করে। যাতে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ বছরের উর্ধ্বে চাকরিকাল ও সিইনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫,৯৩২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের শতভাগ হারে বেতনের

সরকারি অংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। যোগ্যতাবিহীন বাকি ৫,৫৯০ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অনুরূপ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩৫। দেশের অনুন্নত জনপদ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় আনন্দস্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৭-১৪ বছর বয়সী সাড়ে ৭ লক্ষ হত-দরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুর শিক্ষার সুযোগ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণ মন্ত্রী ও সচিবের সাথে এক সভায় মিলিত হন। সভায় মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩৬। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩৭। দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০০ বা ততোধিক জনসংখ্যা সম্বলিত ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এসব স্থাপনের ফলে আমাদের স্কুলে ১০০% ভর্তির লক্ষ্যমাত্রার আরো কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারবো।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন :

৩৮। মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৩৯। ১০০০ ভবন নির্মাণ হচ্ছে, ব্যয় হবে ৭৩৮ কোটি টাকা।

৪০। ৩৫টি মাদ্রাসাকে আইসিটি ল্যাবসহ মডেল মাদ্রাসা হিসেবে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৪১। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদ্রাসা এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।

৪২। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

৪৩। মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে স্কুল/কলেজের শিক্ষকদের সাথে বেতন ও মর্যাদার সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪৪। মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিএড প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

৪৫। এ সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৪৬। আলীম/দাখিল মাদ্রাসা সুপারদের বেতনভাতা অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকদের সাথে সমতা করা হয়েছে।

৪৭। মাদ্রাসায়ও ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তির মতো বৃত্তি চালু করা হয়েছে।

৪৮। এবতেদায়ী শিক্ষকরা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা বেতন পেয়ে আসছেন। তাঁদের বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪৯। এবতেদায়ী স্তরের কারিকুলাম উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৫০। দাখিল ও আলীম স্তরের ৪৬ হাজার শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫১। সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষায় এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা, জেডিসি পরীক্ষা সারা দেশে একই সময়ে গ্রহণ করা হচ্ছে। একই সময়ে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে অনলাইনে।

৫২। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা এর অধিভুক্ত অন্যান্য সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাস করা দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য দেশে এই প্রথম ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স চালু করা হয়েছে। এর পূর্বে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। গাজীপুরের বোর্ডবাজারস্থ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) এক বছর মেয়াদী এ কোর্স পরিচালনা করবে।

কারিগরি শিক্ষা ঢেলে সাজানো :

৫৩। আমাদের জাতির সামনে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে- মানবসম্পদ উন্নয়ন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার আমাদের জন্য একটি প্রধান কর্তব্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সমাজে গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় ও মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে এবং এর সমস্যা, সমাধান ও করণীয় চিহ্নিত করার জন্যে জুন ২০১০ সালে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ' নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেছি। মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান ও পাঠদানের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদেরকে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এনেছি। দেশেও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছি। কারিগরি শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেইসাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশ্লিষ্ট কারখানার সাথে যুক্ত করে দিতে হবে। এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অতীতে আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছিল অবহেলিত। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই শিক্ষাকে বিশেষ গুরত্ব দেয়া হচ্ছে। এ কথা মনে রাখতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা

২০১০ সালে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীর শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তৃতা করছেন।

ও দক্ষতা দিয়ে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভবিষ্যতে কমপক্ষে ৫০% শিক্ষার্থীকে এ ধারায় নিয়ে আসা এবং যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে তার নিশ্চয়তা বিধান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৭,৬৯,৬২৩ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ৫,৭৪,৪৫৭ জন অর্থাৎ ৭৪.৬৪% এবং ছাত্রী ১,৯৫,১৬৬ জন অর্থাৎ ২৫.৬৫%।

৫৪। আগারগাঁওয়ে নিজস্ব জমির ওপর ১০ তলা ফাউন্ডেশনের ওপর ৩ তলা নির্মাণ করে কারিগরি অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। শুরু করা হয় অফিস কার্যক্রম। এর আগে কারিগরি অধিদপ্তরের কাজকর্ম চলতো আবদুল গণি রোডে অবস্থিত শিক্ষা ভবনে। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করেছে। তদনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে কর্মকৌশল প্রণীত হচ্ছে।

৫৫। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংএ অনলাইন ভর্তি পদ্ধতিতে প্রার্থীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে থেকে অনলাইনে ভর্তির আবেদন ফর্ম সংগ্রহ তথা পূরণ করে জমা দেয়া শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা, ফলাফল প্রাপ্তি এবং ভর্তির ফি মোবাইল ফোনে এসএসএস-এর মাধ্যমে জমা দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ফলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কষ্ট-দুর্ভোগ-ব্যয় বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় এবার দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দুই শিফটে মোট ২৩,৬৫৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

৫৬। ২০১০ সালে নতুনভাবে ১৫৪টি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ও ১২৮টি ভোকেশনাল স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

৫৭। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাকুরি বাজারের চাহিদা ও সামঞ্জস্য রেখে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে প্রচলিত কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। এগুলোতে চালু করা হয়েছে ইমার্জিং ট্রেড ও টেকনোলজি। যেমন- টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজি, ইলেকট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি, এনভার্নমেন্টাল টেকনোলজি ইত্যাদি।

৫৮। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশাল। এর জন্য ১৭৬টি নতুন পদ সৃজন করার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে কাজ চলছে।

৫৯। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যাপক প্রচার, জনমত গড়ে তোলাসহ বহু বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আগারগাঁওয়ে নিজস্ব জমির উপর ১০তলা ফাউন্ডেশনে ৩তলা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। ছবিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানককে দেখা যাচ্ছে। পূর্বে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস ছিল আব্দুল গণি রোডের শিক্ষা ভবনে।

৬০। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরু করা হয়েছে।

৬১। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে ডিপ্লোমা স্তরের ২৬টি প্রতিষ্ঠানে ২য় শিফট চালু করা হয়েছে। এতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১৬০টি।

৬২। ২০১০ সালের ২০-২৬ জুন প্রথমবারের মতো উদযাপন করা হয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ। সেখানে আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রদর্শনী, গ্রুপ ওয়ার্কসহ নানা কর্মসূচি সফলভাবে পালন করা হয়েছে। দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬৩। তেজগাঁওস্থ কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

৬৪। উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ২৩টি জেলা ও ৩টি বিভাগীয় শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬৫। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিদ্যমান ভোকেশনাল কোর্স মিলিয়ে মোট ৭৯৫টি নতুন কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৬৬। কারিগরি শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে স্টেপ প্রকল্পের আওতায় ৬৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে এবং আরো ১,৬০,০০০ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬৭। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইন সিস্টেমে শুরু করা হয়েছে।

৬৮। সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

৬৯। কারিগরি শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র কারিগরি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' (DUET) নির্দিষ্ট করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যারা মনে করেন কারিগরি শিক্ষায় তাদের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ থাকে না, এ কথাটি আর সত্য নয়, বরং পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় (DUET) করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা :

৭০। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিত বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪,৭১,০২২ জন। ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,৯০,২০০ ও ৬০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৮০,৮২২জন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১,৩৫,১০৫ জন (৭১%) এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫,০৯৫ (২৯%) । প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ২,০৯,৮৪৭ (৭৫%) এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭০,৯৭৫।

জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের আওতায় আমাদের ডিগ্রী কলেজগুলো পরিচালিত হয়। বিগত জোট সরকারের সময় গভীর সংকট সৃষ্টি করে কলেজ শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। আমরা সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে এর কার্যকারিতা ও মানবৃদ্ধির কাজ শুরু করেছি।

সময়মতো পরীক্ষা না হওয়ার ফলে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা বিরাট সমস্যায় আছেন। বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, কিছু উন্নতিও হয়েছে। আমরা এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কারের পদক্ষেপ নিচ্ছি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে বর্তমানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১২,৫০,০০০। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি দূরশিক্ষণ নির্ভর ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ও ঝরে পড়া মানুষের মাঝে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা এবং তাদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করাই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা- ২,৪৮,৫১৪। এদের মধ্যে ছাত্র- ৫৮.৭৩% এবং ছাত্রী- ৪১.২৭%।

৭১। উচ্চ শিক্ষার দ্বার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। কারিগরি তথা বস্ত্রখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য ঢাকাস্থ টেক্সটাইল কলেজকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রাঙ্গামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৭২। এছাড়াও নতুন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। আলেম-ওলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সুদীর্ঘকালের দাবি বাস্তবায়নে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১' অনুসারে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের তালিবাবাদে একটি 'ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে।

৭৩। ২০০৯ সাল থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা খাতে সরকার প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ও উন্নয়ন খাতে প্রায় দু' হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাস্তাঘাট, একাডেমিক ভবন, আবাসিক ভবন, ল্যাব, গবেষণাসহ সকল উন্নয়নের ১০০% ব্যয়ই সরকারকে বহন করতে হয়। অন্যান্য ব্যয়ের ৯৫% বহন করে সরকার। উল্লেখ্য, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার কর্মকর্তা ও ১৬ হাজারের উপরে কর্মচারি রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা ১০,৪৩৫ জন।

৭৪। দেশের মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এবং সংশোধিত আইন ১৯৯৮ অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় বর্তমান সরকার তা রহিতক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন,

২০১০ প্রণয়ন করেছে। নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আলোকে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নীতকরণসহ উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যাচ্ছে, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সকল শর্তপূরণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শর্তপূরণ করে মান অর্জন করেছে।

৭৫। দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০টিতে উন্নীত হয়েছে। নতুন অনুমোদন দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধিকাংশই রাজধানী ঢাকার বাইরে। এসব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারে ভূমিকা রাখবে।

৭৬। শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনে নিজস্ব একাডেমিকসহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ করে নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করেছে। অনেকে জমি কিনেছে, স্থাপনা করছে। ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় মামলার কারণে জটিলতার মধ্যে আছে।

দুইটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য ২০১২ সালে দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬ টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত এক সভার পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মো: আনোয়ারুল আজিম আরিফ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: আবদুল মান্নান আকন্দ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের সাথে মতবিনিময় করছেন।

৭৭। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও তা বিশ্ব পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর আলোকে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ২০১২ প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ। শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত করা হবে।

৭৮। বাংলাদেশে বিদেশি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে। তার উপর মতামত গ্রহণ, আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। একে পর্যালোচনাপূর্বক পুনর্বিন্যাস করার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি কাজ করছে। আন্তঃ মন্ত্রণালয় মতামত আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং শেষে প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করা হবে।

৭৯। দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষিত হয়ে আসছে বলে অভিযোগ ওঠায় সরকার বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কয়েকটিতে ইতোমধ্যে এসব বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলেছে।

৮০। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে HEQEP সহ দুইটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য ২০১২ সালে দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬ টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে গতবছর ৯৩ টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। দেশের উচ্চ শিক্ষাখাতের গবেষণায় এর আগে এতো বেশি বরাদ্দ আর কখনো দেয়া হয়নি।

৮১। চীনের উনান প্রদেশ কর্তৃপক্ষ উনানের মানসম্মত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে সম্মত হয়েছে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতি ২০ জনকে ফুল স্কলারশিপ প্রদান করবে উনান প্রদেশ সরকার। এদের টিউশন ফি, থাকা, চিকিৎসা ও যাতায়াতের সকল ব্যয় বহন করবে উনান প্রদেশ সরকার। চীনা প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষা ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। চীনের উনান প্রদেশীয় শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মি. ইয়াং গংঘি'র (Mr. Yang Gonghe) নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে।

৮২। **তথ্য প্রযুক্তি :** আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষাখাতে তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, পরীক্ষার ফর্ম পূরণ, ই-মেইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রেরণ, ওয়েবসাইটে প্রকাশ, পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এখন অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার যাবতীয় কাজ, নিয়োগ, মন্ত্রণালয়ের সকল সিদ্ধান্ত, পরিপত্র, সার্কুলার, প্রজ্ঞাপন, বদলি, প্রমোশন, ছুটি, অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট এখন বেসরকারি শিক্ষকদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয় অনলাইনে মুহূর্তের মধ্যেই সকলে জানতে পারছেন।

৮৩। শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষক ডাটা ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের সম্মিলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরীক্ষা সেন্টার, মডারেটর ও পরীক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে। এ কার্যক্রম অন্যান্য বোর্ডগুলোতেও করা হচ্ছে।

৮৪। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) সকল ধরনের শিখন-শেখানো সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা

ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তক (৭৮টি) ও প্রাথমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তক (৩৩টি) আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও এনসিটিবি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এ-টু-আই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রীর জন্য একটি আলাদা ওয়েবসাইট (www.ebook.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকসহ মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকসমূহ এখানে আপলোড করা আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করছেন।

৮৫। সারা দেশের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া আরো ফলপ্রসূ, আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় ও ইন্টারএকটিভ করার লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২০,৫০০টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরির লক্ষ্যে একটি ল্যাপটপ, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, একটি ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকার প্রদান এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের জন্য দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও শিক্ষকদের মধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট শেয়ারিং করার লক্ষ্যে একটি ব্লগ তৈরি করা হয়েছে। এ ব্লগের মাধ্যমে শিক্ষকগণ তাদের তৈরিকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট সহজেই আপলোড, শেয়ারিং মতামত প্রদান করতে পারছেন এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রয়োগে বদলে যাবে চিরাচরিত শিক্ষাদান পদ্ধতি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিমূর্ত ও জটিল বিষয়গুলো সহজ ও মূর্ত হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করবে।

৮৬। শিখন-শেখানো পদ্ধতি আনন্দদায়ক করা এবং বিমূর্ত ও কঠিন বিষয়সমূহ সহজে উপস্থাপনের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪১৪টি ইন্টারনেট মডেমসহ ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষা বোর্ডের সাথে কাজগুলো সহজে করতে পারছে।

৮৭। দেশের বিদ্যুতবিহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলোতে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বাস্তবে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য ১৭টি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব দুই বছর ধরে ঘুরে

ছাত্রছাত্রীদেরকে কম্পিউটার সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিচ্ছে। প্রতিটি ল্যাবে ৫টি ল্যাপটপ, ৫টি ইন্টারনেট মডেম, ২টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ওয়েবক্যাম, মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার, পেনড্রাইভ, ইন্টারএকটিভ বোর্ড, সিডি, স্পিকার ও জেনারেটর রয়েছে।

৮৮। Teaching Quality Improvement in Secondary Education (TQI-SEP) প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ১টি বিএমটিটিআই-এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৮৯। Secondary Education Sector Development Project (SESDP)-এর আওতায় ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯০। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন (HEQEP) প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে উচ্চ গতিসম্পন্ন ডাটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইউজিসি ও পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ-এর মধ্যে তাদের দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ২০ বছরব্যাপী ব্যবহার বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় যথা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) Connectivity স্থাপিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি ছড়িয়ে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষকদের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্স নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে Trans Eurasia Information Network (TEIN3) সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোধ্যে বাংলাদেশ এর সদস্য হয়েছে। এর ফলে এশিয়া প্যাসিফিক, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকান দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে আমাদের দেশের নেটওয়ার্ক আরো সমৃদ্ধ হবে। এই যোগাযোগ অনেক বেশি গতিশীল ও দ্রুত হবে। এর ফলে বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি তথ্য আদান-প্রদানসহ সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।

৯১। **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেল আধুনিকীকরণ :** অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে এমপিও সংক্রান্ত তথ্য, বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ, বদলীসহ সকল তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ রাখা হচ্ছে। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, দেশের সকল সরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের PDS Online-এর মাধ্যমে হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরি, একক্লিকে সকল জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে অফিস আদেশসহ সকল তথ্য আদান-প্রদান করা, সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। সকল জেলা শিক্ষা অফিস ও আঞ্চলিক অফিসে ইএমআইএস সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৯২। এনটিআরসিএতে ২০১০ সালে এনটিআরসিএ অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার্থীগণ কর্তৃক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ, আবেদনপত্র গ্রহণ ও পরীক্ষাকরণ, প্রবেশপত্র প্রেরণ, পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাবলি এবং বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য পরীক্ষার সিলেবাস ওয়েবসাইটে

প্রদান, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজ সম্পন্নকরণ। ভবিষ্যতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ-তে Teachers' Registration Information System (TRIS) স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এনটিআরসিএ-ই বাংলাদেশে প্রথম ছবিসহ ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এনটিআরসিএ'র সার্টিফিকেটেই প্রথম 2D Barcode Reader সংযোজন করার মাধ্যমে সার্টিফিকেট জালিয়াতির সুযোগ দূরীভূত করা হয়েছে। সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনও 2D Barcode Reader-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

২০১১ আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য ৪টি ক্যাটাগরির ১৭টি সাব-ক্যাটাগরিতে দেশি-বিদেশি কয়েক হাজার প্রকল্প অংশগ্রহণ করে।

জুরি বোর্ড তারমধ্যে ৩৮টিকে ফাইনালিস্ট নির্বাচন করে ১৭টি প্রকল্পকে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। ই-এশিয়াতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য 'বিল্ডিং ক্যাপাসিটি' ক্যাটাগরিতে দু'টি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। Best ICT Initiative for Education Administration and Governance সাব-ক্যাটাগরিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনলাইন ভর্তি পদ্ধতি এবং Best Innovation in Educational Content সাব-ক্যাটাগরিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট প্রকল্প ই-এশিয়া জুরি বোর্ডের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৯৪। শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মাইক্রোসফট বাংলাদেশের সাথে সমঝোতা স্মারকের আওতায় ১৩০০০ শিক্ষককে কম্পিউটার বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৯৫। ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার বিষয়টি ৯ম-১০ম শ্রেণির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের কম্পিউটার বিষয় যুক্ত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তা পরবর্তী ক্লাসে চালু হবে।

৯৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থায় ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। সব ওয়েবসাইটই কার্যকর রাখা হয়েছে এবং প্রতিদিন তা আপডেট করা হয়। এগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট ভোক্তাগণ সহজেই সেবা পাচ্ছেন। শিক্ষা প্রশাসনে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের কাজ চলছে।

৯৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩৬০০ জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৯৮। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার খাতা পূনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ অনলাইনে করা হচ্ছে।

৯৯। ব্যানবেইস প্রকাশিত সকল প্রকাশনা ই-বুকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

১০০। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার যুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ও এসএমএস-এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদনপত্র ও ফি গ্রহণ করা হচ্ছে।

১০১। ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিউটের ভর্তি কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার যুক্ত করা হয়েছে।

১০২। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর ছাত্রছাত্রীদের জন্য Online Students Registration চালু করা হয়েছে।

১০৩। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সহজতর করে Electronic Students Informatin Form (e-SIF) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদান কার্যক্রমে অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে।

১০৫। ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার এডুকেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১০৬। ২০০৯ সালে পোস্ট-প্রাইমারি সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ ও জিআইএস সিস্টেম হালনাগাদ করা হয়েছে।

১০৭। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় দেশের ৩১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

১০৮। শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্লান' প্রণয়নের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। ইউনেস্কো ঢাকা অফিস এ কাজে সহায়তা প্রদান করছে।

১০৯। প্রাথমিক শিক্ষা মাঠ পর্যায়ের ১১০৯টি অফিসে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ৫৫টি পিটিআই-তে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।

১১০। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে এবং সকল শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সকল প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিচিং ম্যাটেরিয়াল প্রেরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। শিক্ষা পোর্টাল তৈরি করা হবে। গণিত অলিম্পিয়াডের মতো তথ্যপ্রযুক্তি অলিম্পিয়াড আয়োজন করা প্রত্যেক উপজেলায় একটি স্কুলকে ইনফরমেশন অ্যাক্সেস সেন্টার হিসেবে মডেল স্কুলে পরিণত করা হবে।

১১১। **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর :** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনেক দুর্নাম ছিল। আমি প্রথম থেকে বলে আসছি এসবের পরিবর্তন করতে হবে। পুরানো ভাবমূর্তির পরিবর্তে নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে হবে। সেবা দিতে হবে জনগণের সেবক হিসেবে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অনিয়ম, দুর্নীতি, অপচয়, অব্যবস্থাপনা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ ও চেষ্টা নেয়া হয়েছে। আমরা মাউশিকে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল, দুর্নীতিমুক্ত, শিক্ষা ও শিক্ষক দরদী একটি কার্যকরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকেই কাজ করছি। এখনও আমরা সম্পূর্ণ সফল হইনি। দীর্ঘ দিনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জঞ্জালে ভরা এই প্রতিষ্ঠানকে আমাদের লক্ষ্য অনুসারে গড়ে তোলা যে কত কঠিন ও জটিল কাজ তা আপনারা সমাজের চারদিকে তাকালেই উপলব্ধি করতে পারেন। তবে আমরা দৃঢ় ও কঠোর অবস্থান নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। প্রতিদিন সারা দেশ থেকে এখানে আগত শিক্ষক-কর্মচারীগণকে প্রাথমিক দিক

নির্দেশনা প্রদান, হয়রানি ও দালালের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি থেকে সংশ্লিষ্টদেরকে সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। অধিদপ্তরের নিরাপত্তা জোরদারকরণ, কর্মকর্তা ও

দেশজুড়ে স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালুর লক্ষ্যে সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে ল্যাপটপ ইন্টারনেট মডেম ও স্পীকার বিতরণ করছে। ছবিতে অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিগণের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে বিতরণকৃত ল্যাপটপসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দেখা যাচ্ছে।

কর্মচারীদের কাজের গতি ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ভবনের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে লবি, অভ্যর্থনা কক্ষ, প্রতিটি তলার করিডোর ও বিভিন্ন কক্ষে ৪২টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। মাউশি অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নসহ একটি অত্যাধুনিক ২০ তলা নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান ভবনে লাইব্রেরি স্থাপন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। গত পৌনে চার বছরে ১০৬০ জনের প্রশিক্ষণ হয়েছে। অধিদপ্তরে একটি দোতলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এটিতে মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের জায়গার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষাভবন চত্বরে এই প্রথম নির্মিত একদিকে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহনকারী ম্যুরাল এবং অন্যদিকে শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রথম লোগো সম্বলিত দু'টি গেট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে শহীদ মিনার।

১১২। **সরকারি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদে উন্নীতকরণ :** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পদ গত ১৫ মে, ২০১২ তারিখে এক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সরকার ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদে উন্নীত করেছেন। এতে দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৭৩২টি সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার পদ উন্নীত হয়েছে।

১১৩। **সরকারি কলেজ শাখার কার্যক্রম :** ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি মাউশি অধিদপ্তরের সরকারি কলেজ শাখার মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে মোট ৪২২৪ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে, ৩৪৩৩ জন কর্মকর্তার চাকুরী স্থায়ীকরণ, ৭৪০৫ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান এবং ১২১৩টি নতুন পদ সৃষ্টি (প্রভাষক থেকে অধ্যাপক) করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) :

১১৪। **শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) :** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমান সরকার এ প্রতিষ্ঠানের বিরাজমান নানা বিশৃংখলা দূর করে নিয়ম শৃংখলা এনেছে। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীরা পদোন্নতি বঞ্চিত ছিলেন। সব জটিলতা দূর করে তাঁদেরকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এই প্রথম নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে একজন সৎ প্রকৌশলীকে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ৩০০০ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, ১৫০০ কলেজ এবং ১০০০ মাদ্রাসার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, যে সকল উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল নেই সেই সকল উপজেলায় একটি করে ৩১০টি মডেল স্কুল স্থাপন, জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ এবং ২৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করার সকল কাজ এ প্রতিষ্ঠানই করছে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি বেসরকারি ২৮০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে। গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, ছাত্র হল, ছাত্রী হল, শিক্ষকদের আবাসিক ভবনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ময়মনসিংহে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইলে মাওলনা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ছাড়াও "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরো ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের উন্নয়ন, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের উন্নয়ন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এবং রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উন্নয়ন কাজ চলছে। বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন সুন্দরবন ডিগ্রি মহিলা কলেজের ২০০ শয্যার ছাত্রীনিবাস, সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস, বরিশাল বাবুগঞ্জ উপজেলার আবুল কালাম ডিগ্রি কলেজের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ এবং আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজে ১০ তলা ভিতের উপর ০২ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) :

১১৫। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) হলো বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের ফাউন্ডেশন ট্রেনিংসহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, কম্পিউটার ও আইসিটি কোর্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কোর্স, শিক্ষা গবেষণা কোর্স,

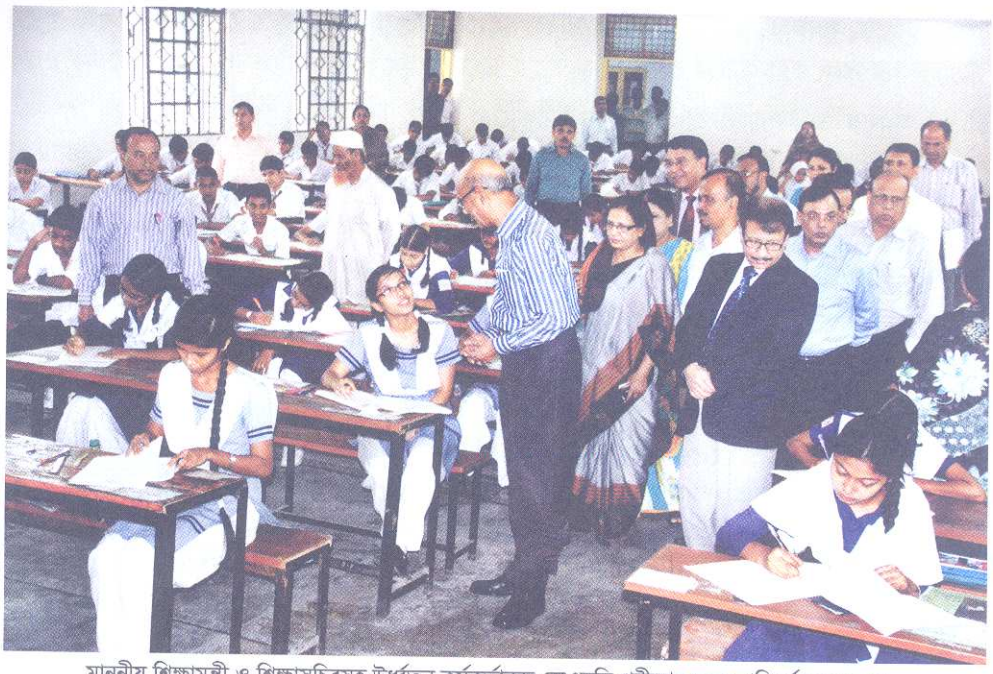

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ জেএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন।

অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের জন্য এসিইএমএস কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১১,৬৩৮ জন কর্মকর্তাকে ভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। নায়েমের নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা অনিয়ম দূর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিগত সরকারের সময় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রায় অচল ও ৫ বছর পিছিয়ে পড়েছিল। এসকল বিষয়ে বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে অতিরিক্ত কাজ করে বর্তমানে নিয়মিত করা হয়েছে। এখন নিয়মিত ও যথাসময়ে এই কোর্স চলছে। তাছাড়া অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণের জন্য ২টি নতুন অ্যাডভান্সড কোর্স অন এডুকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসিইএমএস) কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন নতুন সৃজনশীল বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। নায়েমের প্রশিক্ষণ ক্লাসরুমগুলো অটোমেশন করা হয়েছে। নতুন একটি মাল্টিমিডিয়াযুক্ত সভাকক্ষ ও একটি আধুনিক সেমিনার কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিনের আধুনিকায়ন হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন শাখা আধুনিকায়ন করে নতুন প্রশাসনিক ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। শহীদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল নামে ১৯২টি আসন সম্বলিত ৭ তলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাসকে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ফটো সম্বলিত গ্যালারি করা হয়েছে।

১১৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা লাইব্রেরি গড়ে তোলা ও বিদ্যমান লাইব্রেরিগুলো আরো উন্নত করার উদ্যোগ নিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনায় শিক্ষার্থীদেরকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমরা হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত এবং হাক্কানী পাবলিশার্স কর্তৃক মূদ্রিত

১৫০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ১৫ খণ্ডের একটি করে সেট ১৭,৬০৫টি স্কুল-কলেজে সরবরাহ করা হয়েছে।

১১৭। **অবসর ও কল্যাণভাতা :** বর্তমান সরকারের সময়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানে গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাদের ভোগান্তি, ঘুষ-দুর্নীতি, হয়রানির অবসান করা হয়েছে। অবসর ও কল্যাণভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য চালু করা হয়েছে অনলাইন ব্যবস্থা। অসুস্থ, হজ্জযাত্রী, তীর্থযাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারিদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'চেকের পিছনে শিক্ষক নয়, শিক্ষকের পিছনে চেক ছুটবে' নীতি চালু করা হয়েছে।

১১৮। **জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ):** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে পরিচালিত এ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করলেই কেবল বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্‌রাসা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবার যোগ্যতা অর্জিত হয়। বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্‌রাসায় মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগে এটি একটি মাইলফলক। বর্তমান সরকারের সময়ে এ প্রতিষ্ঠান ৪টি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ, সারা দেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শূন্য পদের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এ সংক্রান্ত ডাটা ও তথ্যাবলি এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

আন্তর্জাতিক :

১১৯। বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বিপুল সাফল্য অর্জিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি-মুন 'এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ'-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সদস্য করার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রী এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের দশজন সরকার প্রধানকে নিয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল 'এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ' তৈরি করছেন যেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সর্বমোট ১০টি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সরকার প্রধান সদস্য হিসেবে থাকবেন। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বিশাল অর্জন।

১২০। জাতিসংঘের নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs), সবার জন্য শিক্ষার (EFA) লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৮তম কমনওয়েলথ শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে ২০১৫ সালের পরবর্তী শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণের লক্ষ্যে সম্মেলনের শেষ দিনে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমনওয়েলথ মিনিস্টেরিয়াল ওয়ার্কিং গ্রুপ (Commonwealth Ministerial Working Group- CMWG) গঠন করা হয়েছে। এর কাজ হলো Commonwealth Recomendations for the Post-2015 Development Framework for Education প্রস্তুত করা। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীও এই CMWG-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সিএমডব্লিউজি'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হলো– বাংলাদেশ, বার্বাডোস, সাইপ্রাস, ভারত, কেনিয়া, মালাউই, মরিশাস, নাইজেরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলিস, সিয়েরালিওন, তাঞ্জানিয়া ও উগান্ডা।

এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে রেগুলার টেলিকনফারেন্স ও অনলাইনে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ চলছে। আগামী নভেম্বরে কমিটি এক সভায় মিলিত হয়ে 'Commowealth

Recomendations for the post-2015 Development Framework for Education' চূড়ান্ত করবেন এবং তা জাতিসংঘের মহাসচিবের হাতে তুলে দেয়া হবে। বাংলাদেশ এর প্রতিটি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। কমনওয়েলথ সদর দপ্তরের ৩ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এ কমিটিকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

১২১। বাংলাদেশে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যুক্ত হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দুর্যোগে মানুষকে সচেতন করা, উদ্ধার করা, ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর মতো মানবকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত হয়েছে। বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা এসব ছাত্রছাত্রীরা অর্জন করছে। আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীকে রেড ক্রিসেন্টের কাজে যুক্ত করার লক্ষ্যে আপাতত লক্ষ্যমাত্রা ১০ লক্ষ।

এমপিও ব্যয় :

১২২। বর্তমানে শুধু বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৪,৫৬,৫৯০ জন (স্কুল-১৬,০৮৬টি, কলেজ-২৩৬৩টি ও মাদ্রাসা-৭৫৯৮টি)। এদের বেতনভাতা বাবদ মাসে ব্যয় হয় ৪২০ কোটি টাকার উপরে। অর্থ্যাৎ শুধুমাত্র এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা বাবদ বছরে ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ৫ হাজার ৪০ কোটি টাকার উপরে। এই পরিমাণ প্রতিবছর এমনকি প্রতি মাসেই বাড়ছে। এ বছর আরও অনেক বেশি বাড়বে। নতুন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে এই অর্থের পরিমাণ সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ব্যানবেইস ভবনে বাংলাদেশ জাতীয় কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) এবং ইসলামিক এডুকেশনাল সাইন্টিফিক এণ্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (আইসেসকো) আয়োজিত এক উপআঞ্চলিক কর্মশালায় সম্মানিত অতিথিদের সাথে অংশগ্রহণকারীগণ। কর্মশালায় মালয়েশিয়া, ইরান ও ব্রুনাইসহ বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

১২৩। ২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষাখাতের বরাদ্দকৃত বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, শুধু মোট বাজেটের ১০,৮৭৩ কোটি টাকার মধ্যে এমপিও খাতে ব্যয় ছিল ৫,৪১৯ কোটি টাকা (৫০%)। উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ২,১৪৩ কোটি টাকা (২০%)। ৩,৩১১ কোটি (৩০%) ছিল আবর্তক ব্যয়। এমপিও ছাড়াও স্কুল-কলেজের সরকারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারি রয়েছে। মাত্র ২০% উন্নয়ন ব্যয় দিয়ে অবকাঠামো, গবেষণা, পাঠাগার, আসবাবপত্র, অন্যান্য সৃজনশীল কাজ, কো-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস কতটুকু চালানো সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এমপিওভুক্ত শিক্ষক ছাড়াও সরকারি স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ রয়েছেন।

১২৪। **বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার :** দেশজুড়ে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে টিকিউআই প্রকল্পের আওতায় ২০১১ সালে ছোট অথচ অত্যন্ত গুরুত্ববহ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 'মোবাইল হ্যান্ডস অন সায়েন্স এক্সিবিশন ফর স্কুলস' নামের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার এ কর্মসূচি 'বিজ্ঞানের জন্য ভালোবাসা'র যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬ এপ্রিল থেকে। আনন্দমুখর পরিবেশে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। পর্যায়ক্রমে ৫০টি প্রত্যন্ত স্কুলে এ ধরনের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। একটি মাইক্রোবাসে হাতেতৈরি স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখানো হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি, আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি, ক্লাসরুম, পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণাগার প্রভৃতি আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১২৫। ২৬৭২ জন সরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে আনা হয়েছে। তাদের কাজে গতিশীলতা আনা, মনিটরিং জোরদার করার জন্য বহু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সবাইকে নতুন মটর সাইকেল দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রভাষক থেকে প্রফেসর পদে ৪২২৪ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, প্রায় সাড়ে ন'হাজার জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে, ৩৪৩৩ জনকে স্থায়ী করা হয়েছে, ১২০০-এর অধিক স্থায়ী-অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১৬২৬ জনকে। এর প্রতিটি কাজ সুদীর্ঘকাল ধরে আটকে ছিল এবং প্রশাসনিকভাবেও ছিল জটিল। এ ক্যাডারে কোন সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা ছিল না, আমরা তা চূড়ান্ত করার কাজ করছি। সরকারি শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি বিষয়টির সমাধানে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই তার সমাধান হবে।

১২৬। ছাত্রীদের নির্যাতন ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন বন্ধের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১২৭। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শৃংখলা আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

১২৮। **শিক্ষা আইন :** শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় বিদ্যমান আইন-কানুনের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, পরিপত্র, সার্কুলার ইত্যাদি জারি করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান চলছে। তবে এসব বিষয়ে যখনই কোন মামলা হয়, যথাযথ আইন না থাকায় সরকারপক্ষ প্রায়শই হেরে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত নানা অনিয়ম অসংগতি দূর করা এবং আরও উন্নত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে।

১২৯। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ভর্তি পরীক্ষার মানসিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে ২০১১ সন হতে ১ম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এখন ভর্তির জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না। পূর্বে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য শিশু-কিশোরদেরকে কোচিং সেন্টার

ঢাকার শেরে বাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে লো-কস্ট/নো-কস্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমেলায় শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিদর্শন করছেন। ছবিতে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দেখা যাচ্ছে। (১২ এপ্রিল ২০১২)

ও পারিবারিক চাপের শিকার হতে হতো। অভিভাবকদের গুণতে হতো অনেক টাকা।

১৩০। **প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অর্থাভাবে ঝরেপড়া রোধ করে স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২' ১৪ মার্চ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপনের প্রজ্ঞাপন জারী করেছে। ট্রাস্ট পরিচালনার লক্ষ্যে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টিবোর্ড ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ, সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ, তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করা, উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণসহ বোর্ড পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

সরকারি ইতোমধ্যে ট্রাস্ট ফান্ডে সীডমানি হিসেবে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এফডিআর করা সে টাকা থেকে আগামী জুন ২০১৩ শেষে ২১৬ কোটি টাকা সুদ পাওয়া যাবে। তবে ট্রাস্টের টাকার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য সরকারের পামাপাশি চিত্তসমৃদ্ধ বিত্তবান, শিল্পপতি, ও ব্যবসায়ী ও প্রবাসীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দান ও অনুদান, বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি) আর্থিক সহায়তা, লটারি, সরকার অনুমোদিত বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান (গ্রান্টস), সরকার অনুমোদিত দেশী-বিদেশী উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এ ফান্ডের আকার সমৃদ্ধ করবে।

১৩১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারী শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধি, নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ অর্জন জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে আমাদের সহায়তা করছে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, নারী উন্নয়ন প্রতিনিধি সকলের সাথে আলোচনা করে যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

১৩২। ভর্তি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ৮৩টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। এজন্য ২০০০টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি :

১৩৩। স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও স্বচ্ছল অভিভাবকগণের সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুপুরের টিফিন সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৩৪। বাংলাদেশের চর, হাওড়-বাওড় এলাকার মতো দুর্গম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে ২১০০ শিখনকেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের টিফিন পিরিয়ডে উচ্চ পুষ্টিমান বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

১৩৫। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও তাদেরকে স্কুলমুখী করার জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় উচ্চ খাদ্যঘাটতি এলাকা হিসেবে বিবেচিত কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় স্কুল ফিডিং বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৬ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এবং সিডর এমার্জেন্সি স্কুল ফিডিং-এর আওতায় আরো ৫ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীকে ৭৫ গ্রাম করে বিস্কুট প্রদান করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায় ৬টি বিভাগের ৮টি উচ্চ দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলার ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে

১১৪২ কোটি টাকার এক প্রকল্পের মাধ্যমে অতি দারিদ্রপীড়িত ৮৬টি উপজেলার ২৬.৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

১৩৬। **শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে বিশেষ উদ্যোগ :** সারা দেশে শিক্ষায় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করে এ সকল অঞ্চলগুলোকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমগ্র দেশের মধ্যে সিলেট বিভাগ সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। এছাড়াও আরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকা রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সিলেটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সিলেট বিভাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অন্য যে কোনো বিভাগের চেয়ে অনেক কম। সিলেটে ছাত্রছাত্রী, পরীক্ষার্থী সংখ্যা, পাসের হার সবচেয়ে কম ছিল। ঝরে পড়ার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। ২০০৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৩২,৪৯২ জন। এর মধ্যে পাস করেছিল ১৫,২৭০ জন। পাসের হার ৪৭.২৭। ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮,৩৭৬ জনে। এর মধ্যে পাস করেছিল ৫৩,৫৭৯ জন। পাসের হার ৯১.৭৮। এইচএসসিতে পাসের হার ৮৫.৩৭ শতাংশ। এর পাশাপাশি বেড়েছে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা। দায়িত গ্রহণের পরপরই পিছিয়ে পড়া সিলেটের শিক্ষা উন্নয়নে কিছু উদ্যোগ নেই। সিলেট বিভাগের ৪ জেলার শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে সভা করি। তাঁদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করি। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদেরও উদ্যোগী করে তুলি। পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। এখানে ২৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচষ্টায় সিলেট জেলার শিক্ষা এখন তাঁর হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। শিক্ষায় সিলেটের পিছিয়ে থাকার দিন শেষ।

এরকম দেশের অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চল যথা হাওর-বাওর, চর, পাহাড়, সাবেক মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল প্রভৃতি এলাকায় বিশেষ উদ্যোগ নেয়ায় ফল পাওয়া গেছে।

১৩৭। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিলেটের সরকারি এমসি কলেজ ও ছাত্রাবাসের পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তার স্থাপত্যশৈলী ঠিক রাখা হবে। এজন্য বাজেটে ৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

১৩৮। **এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা :** শিক্ষকগণ মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়। এটি একটি ব্রত। আদর্শ, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতা এ পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষক সমাজের সর্বস্তরে শ্রদ্ধার ব্যক্তি। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্য মর্যাদা এখনো যথেষ্ট উন্নত করা সম্ভব হয়নি। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের দু:খ-কষ্ট লাঘবে সব সময় আন্তরিক। বিগত চার বছরে বর্তমান সরকার এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে বিগত কোনো সরকার তা করেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সদা সচেষ্ট আছে এবং থাকবে।

আশির দশকের প্রথম দিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ প্রথম এমপিওভুক্ত হন। সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে তারা ১০০ টাকা হারে বাড়িভাড়া পেয়ে আসছেন। ১৮ বছর ধরে ১৫০ টাকা

হারে চিকিৎসা ভাতা পেয়ে আসছেন। এ নিয়ে বারবার দাবি উঠলেও পূর্বে কোনো সরকার একটি টাকাও বৃদ্ধি করেনি। বর্তমান সরকার তা বৃদ্ধি করেছে। সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট।

- বাড়িভাড়া ভাতা ১০০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ০১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারী এ সুবিধা পাবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বখাটে-সন্ত্রাসীদের এসিড সন্ত্রাসের শিকার ঢাকার বনানীতে এসিড সারভাইভাল ফাউন্ডেশনে চিকিৎসাধীন রংপুর সমাজকল্যাণ বিদ্যাবীথি বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীকে দেখতে যান। তার দুই চোখ, মাথা, মুখ, ঘাড় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোবাইল কোর্টসহ কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি বিগত পৌনে চার বছর ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও মেয়েদের প্রতি ছেলেদের সুস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং সামজিক প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

- চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা হতে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা হতে ১০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ২০০৯ সালে প্রথমবারের মত বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিও'র অর্থ সরকার ঘোষিত নতুন পে-স্কেলে আপগ্রেড করা হয়েছে। যার ফলে পূর্বের তুলনায় প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূণ্যপদে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তকরণ, এমপিও'র আওতাভুক্ত শূণ্যপদে কর্মরত ইনডেক্সবিহীনদের এমপিও, টাইমস্কেল, বিএড/কামিল স্কেল, উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

- প্যাটার্ণভুক্ত সহকারি গ্রন্থগারিকের পদ প্রথমবারের মতো এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।
- গত সরকার ২০০৪ সালে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওকরণ বন্ধ করেছিল। বর্তমান সরকার ২০১০ সালে ১৬২৪টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে। এ কার্যক্রম চলমান আছে।
- এমপিও নির্দেশিকা, ২০১০ অনুসারে নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকলেও উক্ত নির্দেশিকা জারীর পূর্বেই কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এমন শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি করা হয়েছে।
- এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী চাকরি বিধিমালা জারী করা হয়েছে।
- নারী শিক্ষক-কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে।
- প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা জীবনে একটি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্তরাও গ্রহণযোগ্য হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৪১তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের একটি চিত্র।

- কলেজ ও মাদ্রাসার প্রভাষক ও লাইব্রেরীয়ানদের জন্য ০৮ বছর পূর্তিতে টাইম স্কেল প্রদান করা হচ্ছে।
- অভিজ্ঞতাবিহীন প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহ প্রধানদের অভিজ্ঞতা পুর্তিতে পুর্ণাঙ্গ স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- কলেজ ও স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও মর্যাদা সমতাকরণ করা হয়েছে।
- কলেজ পর্যায়ে ২০০৩ সাল থেকে বন্ধ করা টাইমস্কেল পুনরায় চালু করা হয়েছে।

১৩৯। **পৃথক কর্মকমিশন গঠন :** সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে এসএমসি বা গভর্নিং বডি ডিজির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এ বিষয়ে স্বজনপ্রীতি, আর্থিক লেনদেন, দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষার মূল আধার। সরকার শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে একটি পৃথক বেসরকারি কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

১৪০। **শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রদান :** শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি হলো শিক্ষক। শিক্ষকদের অনেক সমস্যা আছে আমি ভালো করে জানি। আমাদের শিক্ষকদের আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছি। ২০১০ সালে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সাথে আমরা বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদেরও বেতন বৃদ্ধি করেছি। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার বৈষম্য দূর করেছি। শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল করার উদ্যোগ নিয়েছি। পরবর্তী বেতনস্কেল পরিবর্তনের সময় সেটি অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। আমরা জাতির পক্ষ থেকে সব কিছু নিয়ে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াবো। কিন্তু মহান পেশা ও জনকল্যাণে নিয়োজিত শিক্ষকদেরকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আমাদের নবপ্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেটিই তাঁদের কাছে জাতির প্রত্যাশা।

১৪১। **ইংরেজি ও গণিতে অতিরিক্ত ক্লাস :** আমাদের একটি প্রকল্পের নাম 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)'। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা এর অন্যতম লক্ষ্য। দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চল বিশেষ করে হাওর-বাওর, চর, উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মোট ৬,৮০৮টি হাইস্কুল ও মাদ্রাসা বাছাই করে এর কাজ চলছে। এসব স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষার মান খুবই খারাপ ছিল এবং এসএসসি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার ছিল খুবই কম। তাই এসকল প্রতিষ্ঠানে ২৬০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষক (Master Trainer) প্রেরণ করে শিক্ষকদের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেন। এ পর্যন্ত ৫৭,১৩৬ জন শিক্ষককে দুই পর্যায়ে ১৮ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাঁরা ইংরেজি বিষয়ে ৬,৫৯,৯২৫টি ও গণিত বিষয়ে ৬,৫৭,২২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছেন। এসব স্কুল-মাদ্রাসায় এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল খুবই ভালো হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে জাতীয় ফলাফলেও।

১৪২। **খেলাধুলা :** সকল শিক্ষা বোর্ডের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিবছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানমালার গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলায় কয়েকটি নতুন ইভেন্ট সংযোজন করেছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট এবং ২০১১ সাল হতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট চালু করা হয়েছে। দেশের ৪৮০টি উপজেলার প্রায় পাঁচ হাজার স্কুল-মাদ্রাসার লক্ষাধিক কিশোর শিক্ষার্থীর জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১১। এ থেকে বেছে নেয়া হয়েছে ১০০ জন সম্ভাবনাময় ফুটবলার। যাদেরকে শারীরিক-মানসিক সব রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে তিলে তিলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়ার হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এরাই আগামীতে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নেবে, জয় করবে এবং বাড়াবে জাতির মর্যাদা।

১৪৩। **কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা :** যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা দিন দিন বিশাল বাণিজ্যে পরিণত হচ্ছে। আজকাল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের এধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে। পরিবারের আর্থিক ব্যয় নির্বাহে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। আর দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২ শীর্ষক এক নীতিমালা জারি করেছে। সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ক্লাস সময়ের পূর্বে বা পরে নির্ধারিত ফি নিয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ক্লাস সময়ের পূর্বে বা পরে নির্ধারিত ফি নিয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবে।

১৪৪। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবত কেন্দ্রীয়ভাবে এমপিও কার্যক্রম পরিচালিত কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, সুবিন্যস্ত ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে এমপিও বিতরণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে এমপিও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কার্যালয় খুলনা-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিচার করে সরকার খুলনা অঞ্চলে এমপিও বিতরণ কার্যক্রম পাইলটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু পাইলটিং হিসেবে খুলনা আঞ্চলিক অফিসে বিকেন্দ্রীকরণের কার্যক্রম আগস্ট, ২০১২ এর মধ্যে শুরু করা সম্পর্কে মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারী করা হলে হাইকোর্টের একটি স্থগিতাদেশের কারণে তা বন্ধ আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের এক সভায় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পার্শ্বে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে ২০৫০০ ল্যাপটপ সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং মাননীয় ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪৫। **অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী :** বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকার অতিশয় সহানুভূতিশীল। তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করে একটি দক্ষতা দেয়ার মধ্যদিয়ে জীবনকে বাস্তব কাজে লাগানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। আমরা জেএসসি-এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করেছি। এখন থেকে নতুন করা প্রতিটি একাডেমিক ভবনে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা ও লিফটের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছি। শারীরিক- মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন সহায়ক উপকরণ টেক্সট টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার ইত্যাদি তৈরি করা, শিক্ষক নির্দেশিকায় ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিখন শিখানো কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অটিস্টিক শিশুদের জন্য উপযোগী ছাত্রাবাস, শিক্ষোপকরণ, আসবাবপত্র, একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন সম্বলিত একটি বিশেষায়িত অটিজম একাডেমী প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়া সারাদেশের ১৫,০০০ শিক্ষককে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান, মা-বাবাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শীঘ্রই একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১৪৬। বাংলা ভাষার দূষণ, বিকৃত উচ্চারণ (যা বলতে আঞ্চলিক উচ্চারণ বোঝাবে না), বিদেশি ভাষার সুরে বাংলা উচ্চারণ ইত্যাদি রোধের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৪৭। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম-ওলামা সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে তাঁরা কাজ করছেন। তাঁদের প্রণীত সুপারিশমালা অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪৮। **মাদক ও জঙ্গীবাদ :** শিক্ষার্থীরা যাতে মাদক থেকে দূরে থাকে, জঙ্গীবাদের সাথে যুক্ত না হয়- সেলক্ষ্যে নানা সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুল-কলেজে এসব বিষয় নিয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

১৪৯। **বখাটে-সন্ত্রাসী প্রতিরোধ :** ছাত্রীদের ওপর বখাটে-সন্ত্রাসীদের আক্রমণ, হুমকি ও তাদের উত্যক্ত করা থেকে বিরত রাখা এবং ছাত্রী ও মা-বোনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সর্বাত্মক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রশাসনিক ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত ছাত্রী নির্যাতনের যেকোনো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে ফোন করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেই। নির্যাতিত ছাত্রীর বাড়ি যাওয়া, হাসপাতালে দেখতে যাওয়াসহ সমবেদনা জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জে কৃতি শিথীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একজন মেধাবী ছাত্রীকে বই উপহার দিচ্ছেন।

১৫০। দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৮৩টি সরকারি বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ডাবল শিফট চালুর ব্যবস্থা এবং এ লক্ষ্যে ৮৩টি সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ প্রায় ২০০০ শিক্ষকের পদ সৃজন করেছে।

এখানে সংক্ষেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের বিগত পৌনে চার বছরে শিক্ষাখাতে সাধিত কতিপয় অগ্রগতির বিষয় উল্লেখ করা হলো। সহজেই এ রকম তালিকা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ধরণের বহু কার্যক্রম আমরা চালাচ্ছি। **কিন্তু একথাও ঠিক, ইচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কিছুই এখনও করতে পারিনি। আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের ভুল-ত্রুটিও হয়ে থাকে।** অতীতের জঞ্জাল, দুর্নীতি, অনিয়ম, বিশৃংখলা থেকে আমরা শতভাগ মুক্ত হতে পারিনি। এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত

আছে। আমরা চাই সকল স্তরে স্বচ্ছ, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত গতিশীল শিক্ষা প্রশাসন। আমরা জনগণের অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য এক টাকা দিয়ে দু'টাকার কাজ করতে চেষ্টা করছি। অপচয় ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও আমাদের অবস্থান দৃঢ়। আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। আপনারা আমাদের ত্রুটি ধরিয়ে দিন। আমরা শুধরে নেব।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আমরা কঠোর অবস্থান নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। এটা যে কঠিন ও জটিল কাজ তা আমি খুব ভালো করে বুঝি। সমাজের সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে লালিত এই ব্যাধির নিরাময় সহজ নয়। কঠোর আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি সচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধসহ নৈতিক মূল্যবোধ এবং সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জীবনাচরণ সব মিলিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

বিশ্বের যে সকল দেশে সব চেয়ে পশ্চাৎপদ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বাংলাদেশ তার অন্যতম। আমাদের এই দরিদ্র দেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি শিক্ষার্থী (এ বিশাল শিক্ষার্থীর সমান মোট জনসংখ্যা আছে এমন দেশই বা দুনিয়ায় কটি আছে?)। আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর, বহু ধারার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে শিক্ষায় সবচেয়ে কম অর্থবরাদ্দ করা হয় যে সকল দেশে বাংলাদেশ তার অন্যতম, পুরানো পদ্ধতি, পুরানো পাঠ্যক্রম, পুরানো ধ্যান-ধারণার অধিকাংশ শিক্ষক, সুযোগ-সুবিধার অভাব, বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাবানদের চাপ এবং তাদের চাপের ফলে যথাস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগ দানে বাধা, এমনকি আইন ও বিধিমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি করাও বড় বাধা, ইত্যাদি হাজার সমস্যা কাটিয়ে উঠা এবং একদিকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অন্যদিকে দক্ষ জনবল, দক্ষ শিক্ষক, দক্ষ পরিচালক সংকট ইত্যাদি তো সচেতন মহলের একেবারেই অজানা নয়।

এ সকল বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে সীমাবদ্ধ সম্পদের ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের এগুতে হচ্ছে। অতীতের অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃংখলা ও জঞ্জাল পরিস্কার করে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার কাজ শুরু থেকেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাস্তবতা ও সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষানীতি প্রণয়ন থেকে আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের যে সকল কার্যক্রম হয়েছে তা অতীতে কখনও হয়নি এবং তা কল্পনাও করা যায়নি। এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও বাধা রয়েছে, তা আমরা বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সংশোধন করে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি আপনারা সকলেই তা উপলব্ধি করবেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করবেন।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পাবলিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফল লাভ করায় আনন্দে উদ্বেলিত শিক্ষার্থীরা।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে আনন্দে মাতোয়ারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
নতুন প্রজন্মই আমাদের জাতির ভবিষ্যত।